৪। কোলিৎজের তালব্যীভবনের সূত্র ঃ

ইন্দো-ইউরোপীয় কণ্ঠ্য (velar) এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য (labio-velar) ধ্বনির, তালব্য স্বরধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তনের সূত্র অর্থাৎ তালব্যীভবনের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন Hermann Collitz।

কোলিৎজের সূত্র সাধারণভাবে এ কথাই ব্যাখ্যা করে যে, ইন্দো-ইউরোপীয়

Scanned with CamScanner

কণ্ঠ্য এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি যদি তালব্য স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তাহলে সেই কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি ভারতীয় আর্য-ভাষায় তালব্যধ্বনিতে পরিণত হয়। তাকে তালব্যীভবন বলে।এই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন কোলিৎজ। সেইকারণেই এটি **কোলিৎজ -এর সূত্র** বা **কোলিৎজের তালব্যীভবনের সূত্র** বা **শুধু তালব্যীভবনের সূত্র** নামে পরিচিত। উদাহরণ,

IE * ḱuqis (কুকিস্) > OIA. śuciḥ (শুচিঃ)

IE * aug̑es (আউগেস্) > OIA. ojas (ওজস্) Lat. augeō (আউগেও) Goth. aukan (অউকান্)

IE * penqu̯e (পেনক্বে) > OIA. pañca (পঞ্চ), Gk. pente (পেন্তে)

OIA-তে কণ্ঠ্য বর্ণের তালব্যবর্ণে পরিবর্তন, বিশেষ করে যখন একটি ধাতুর সঙ্গে কোন কোন মুখ্য প্রত্যয় যুক্ত হয়, তখন অনুমান করা হয় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় তালব্য স্বরধ্বনির অস্তিত্ব ছিল। যেমন—kṛ (কৃ) > cakāra (চকার), han (হন্) > jaghāna (জঘান)। কিন্তু যখন তালব্যবর্ণগুলি কণ্ঠ্যবর্ণে পরিবর্তিত হয় তখন অনুমান করা হয় যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এর মূল উৎস হল কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি যেটা তালব্য ধ্বনিকে অনুসরণ করে না। যেমন—

পচ্ + ঘঞ্ = পাক

ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগ

তালব্যীভবনের সূত্র প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907) । ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Corsi di Glottologia-তে, তিনি OIA-র চ-এর ব্যবহার বিষয়ে সামান্য ভুল করেছিলেন। কোলিৎজ সেই সূত্রকে আরও উন্নত এবং সঠিকভাবে গড়ে তোলেন। তাই এই সূত্র **কোলিৎজের সূত্র** নামেই সুপরিচিত।

Scanned with CamScanner